দৈনিক খবর

তারিখ 05 JUN 1992
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

গতকাল রোববার ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউটে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ছাত্র কনভেনশনে সভাপতির বক্তব্য রাখছেন সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ — খবর.

ছাত্র কনভেনশনে ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কর্মসূচী ঘোষণা

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ছাত্র কনভেনশনে আগামী ১৭ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বলেছে, আমরা আবারো মাঠে নেমেছি। সরকারের পতন ঘটিয়ে দেশে জনগণের শাসন কায়েম করে ছাত্র সমাজের দশ দফা আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরে যাবো না।

গতকাল রোববার সকালে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নেতা ও ডাকসু ভিপি সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ। ঘোষণা ও কর্মসূচী পাঠ করেন ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর সাত্তার টিংকু।

ঘোষণায় দশ দফা দাবী পেশ এবং তা

৭-এর পাতায় দেখুন

দৈনিক খবর

তারিখ 05 JUN 1992
পৃষ্ঠা 1 কলাম 4

ছাত্র কনভেনশনে ১৭ই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আদায়ের লক্ষ্যে আগামী ১২ই জুন থেকে লাগাতার আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত কর্মসূচীর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সচিবালয় ঘেরাও। এছাড়াও কর্মসূচীতে রয়েছে— আগামী ১২ই জুন থেকে ২০শে জুন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন জেলা সফর, জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ ও বাজেটের ২৫ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দের দাবীতে আগামী ১১ই জুন দেশব্যাপী সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন, ছাত্র রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে ২৫শে জুন দেশব্যাপী বিক্ষোভ প্রদর্শন, ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত একই বিষয়ে ৩টি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবীতে ৫ই জুলাই দেশব্যাপী শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন, আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আশু ও জরুরী দাবীর ভিত্তিতে বিক্ষোভ-সমাবেশ ও প্রচার কর্মসূচী পালন, ২০শে আগস্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকতরার কার্যালয় ঘেরাও, ২০শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত পরিষদ নেতাদের উপজেলা সফর এবং ৪ঠা সেপ্টেম্বর সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও। ১৬ই সেপ্টেম্বর সচিবালয় ঘেরাও'র কর্মসূচী পালন শেষে ১৭ই সেপ্টেম্বর পরিষদ দেশব্যাপী শিক্ষা দিবস পালন করবে।

কনভেনশনে পরিষদ ঘোষিত প্রস্তাবনায় শিক্ষা খাতে জাতীয় আয়ের ৮ ভাগ ও বাজেটের ২৫ ভাগ বরাদ্দ, ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন, মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিক শিক্ষায় রূপান্তর, শিক্ষাঙ্গনের স্বায়ত্তশাসন রক্ষা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও হল-হোস্টেলে ভর্তুকি প্রদান, ন্যায্যমূল্যে শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, পরিষদ নেতৃবৃন্দের নামে দায়েরকৃত 'মিথ্যা মামলা' প্রত্যাহার ও সকল ছাত্র-রাজবন্দীর মুক্তিদান এবং সরকারের পদত্যাগ, সংসদ বাতিল ও দল নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানসহ দশ দফা দাবী পেশ করা হয়।

ঘোষণায় গত ৭ বছরের ছাত্র আন্দোলনের দীর্ঘ ইতিহাস ও প্রেক্ষিত তুলে ধরে বলা হয়, সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়াশীল নীতি একের পর এক বাস্তবায়ন করে চলেছে। শিক্ষা এখন সুযোগ-নির্ভর ও বিত্তশালীর সন্তানদের পণ্যে পরিণত হয়েছে। অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় বাড়ছে, অথচ শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ খাতে জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ বরাদ্দের ইউনেস্কোর প্রস্তাব মানা হচ্ছে না। নতুন স্কুল, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন বন্ধ রাখা হয়েছে। গোড়ামি ও কূপমণ্ডুকতার প্রসার ঘটানোর জন্য মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটানো হচ্ছে। চাকরির বয়সসীমা বাড়ানোর জন্য পরিষদের দাবী মানা হচ্ছে না। ফলে সেশন জটের কবলে চাকরির বয়সসীমা শেষ হয়ে যুবকদের বেকারত্বের যন্ত্রণাদগ্ধ অনিশ্চিত জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

ঘোষণায় ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের বিজয় অনিবার্য উল্লেখ করে বলা হয়, 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারী রাজনৈতিক জোটগুলোর প্রতি ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে আমাদের আহবান— স্বৈরাচারী শাসন উচ্ছেদের লক্ষ্যে বিভেদ ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের কর্মসূচী প্রদান করুন।'

কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন পরিষদ নেতা ও ডাকসু'র জিএস মুশতাক হোসেন, ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল, জহিরউদ্দিন স্বপন, মোস্তফা ফারুক, মাসুদুর রহমান, মোশরেফা মিশু, আখতার সোবহান মাসরুর, মিরাজুল ইসলাম আব্বাসী, নাজমুল আমীন ও মোস্তফা ব্যানার্জী।

সভাপতির বক্তব্যে ছাত্রনেতা সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমেদ বলেন, ডাকসু, বাকসু, ইউকসু, রাকসু'র ফলাফলই প্রমাণ করেছে যে, এ দেশের ছাত্র সমাজ সন্ত্রাস, স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে কোন সাড়া দিতে রাজী নয়। দেশের ছাত্র সমাজের ৯০ ভাগই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পেছনে রয়েছে। দশ দফা আমরা আদায় করবই। দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত আমরা ঘরে ফিরব না— এটাই আমাদের আজকের শপথ।

ছাত্রনেতা মুশতাক হোসেন বলেন, আমরা যে দাবীতে যেভাবেই আন্দোলন শুরু করি না কেন, আমাদের সকল আন্দোলনই স্বৈরাচারের পতনের একই মোহনায় মিলিত হবে। গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমেই এ সরকারের পতন ঘটবে।

ছাত্রনেতা মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল বলেন, গত ৭ বছরের করণীয় অনেক কিছুই আমাদের করা হয়নি। আজ কার্যকর আন্দোলনের লক্ষ্যে অতীতের সকল বিভ্রান্তি ও অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সকল স্তরে গতি সঞ্চার করতে হবে।২ম২০ী২০

ছাত্র কনভেনশনে